যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৭০

১/ বিবিধ

আরবী

الطابع معلق بقائمة عرش الرحمن، فإن انتهكت الحرمة، وعمل بالمعاصي، واجترىء على الدين، بعث الله الطابع، فيطبع على قلوبهم، فلا يعقلون بعد ذلك شيئا

موضوع

رواه ابن حبان في " الضعفاء " (1/332) وابن عدي في " الكامل " (ق 160/2) وكذا البزار (4/103/3298) والبيهقي في " الشعب " (2/377/2) والديلمي (2/265) عن سليمان بن مسلم: حدثنا سليمان بن مسلم: حدثنا سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وقال ابن عدي: " حديث منكر جدا، وسليمان بن مسلم الخشاب قليل الحديث وشبه المجهول، ولم

أر للمتقدمين فيه كلاما "

وقال البزار

" لا نعلم رواه عن سليمان التيمي إلا سليمان بن مسلم "

قلت: قال البيهقي عقبه

" تفرد به الخشاب وليس بالقوي "

وقال ابن حبان

لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص

وذكره الذهبي في " الميزان "، وساق له حديثين هذا أحدهما، وقال: هما موضوعان في نقدي

وأقره الحافظ في اللسان
وأشار الحافظ المنذري في " الترغيب " (3/178) إلى تضعيفه وقال: " رواه البزار والبيهقي

বাংলা

১২৭০। রহমানের (আল্লাহর) আরশের পায়াতে সীল ঝুলানো রয়েছে। যদি কারো সম্মান হানি করা হয়, পাপের কর্ম করা হয় এবং ধর্মের বিপক্ষে যদি বাহাদুরী করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সীলকে পাঠিয়ে দেন, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহে সীল মেরে দেন (সমস্ত পুণ্য কাজ হতে বঞ্চিত করে দেন)। ফলে এর পরে তারা আর কিছুই বোঝে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান "আযযুয়াফা" গ্রন্থে (১/৩৩২), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (কাফ ২/১৬০), অনুরূপভাবে বাযযার (৪/১০৩/৩২৯৮), বাইহাকী "শুয়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/৩৭৭/২) ও দায়লামী (২/২৬৫) সুলাইমান ইবনু মুসলিম হতে, তিনি সুলাইমান তায়মী হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেনঃ হাদীসটি খুবই মুনকার। সুলাইমান ইবনু মুসলিম কম হাদীসের অধিকারী, তিনি মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তার ব্যাপারে পূর্ববতীদের থেকে কোন সমালোচনামূলক মন্তব্য দেখি না।

বাযযার বলেনঃ সুলাইমান তায়মী হতে একমাত্র সুলাইমান ইবনু মুসলিম ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ বাইহাকী বলেনঃ সুলাইমান ইবনু মুসলিম খাশশাব এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি শক্তিশালী নন।

ইবনু হিব্বান বলেনঃ একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যদের তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়।

হাফিয যাহাবী তাকে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেদুটির একটি। অতঃপর বলেছেনঃ আমাদের গবেষণায় এ হাদীস দুটি বানোয়াট। হাফিয ইবনু হাজার "আল-মীযান" গ্রন্থে তার এ মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

হাফিয মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৭৮) হাদীসটিকে দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ হাদীসটি

বাযযার ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72149

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন